নয়া দিগন্ত

নিরাপদ হচ্ছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

● সাংস্কৃতিক প্রতিবেদক

বদলে যাচ্ছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। মাদকসেবী আর দুর্বৃত্তদের কারণে দর্শনার্থীদের জন্য অনিরাপদ হয়ে পড়া এ পার্ক নিরাপদ করতে ইতোমধ্যে অবৈধ সব স্থাপনা ভেঙে ফেলা হয়েছে। সে সাথে দর্শনার্থীদের সুরক্ষায় সাতটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। উদ্যানে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার আলম সাম্য নিহত হওয়ার পর এ ঘোষণা দেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ।

উপদেষ্টা জানান, ঢাবি প্রশাসন ও সোহরাওয়ার্দী ■ ১৫ পৃ: ৬-এর কলামে

নিরাপদ হচ্ছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

শেষ পৃষ্ঠার পর

উদ্যান সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে সাত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজু ভাস্কর্যের পেছনের গেটটি স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হবে। উদ্যানে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ, মাদক ব্যবসা বন্ধ এবং পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, সিটি করপোরেশন, ডিএমপি ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের সমন্বয়ে যৌথ অভিযান পরিচালিত হবে। নিয়মিত মনিটরিং ও অভিযানের জন্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করবে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। উদ্যানে পর্যাপ্ত আলো ও সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন এবং সেগুলোর নিয়মিত মনিটরিং করা হবে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একটি ডেডিকেটেড পুলিশ বক্স স্থাপন করা হবে। উদ্যানে রমনা পার্কের মতো সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা চালু করা হবে। এবং রাত আটটার পর উদ্যানে জনসাধারণের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হবে।

এর আগে মঙ্গলবার রাতে উদ্যান এলাকায় দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে শাহরিয়ার আলম সাম্য নিহত হন। সাম্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী ও ছাত্রদলের সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক ছিলেন। এ ঘটনায় ইতোমধ্যে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবৈধ দোকানপাটসহ স্থাপনা গুঁড়িয়ে দিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি-সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ফটক এলাকায় এ উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়। সিটি করপোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো: আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত হয়।

ডিএসসিসির সম্পত্তি বিভাগ সূত্র জানায়, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভেতর থেকে কয়েক শ' দোকানপাট-স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে চারটি স্থাপনা বুলডোজার দিয়ে ভাঙা হয়েছে। উচ্ছেদ অভিযানের বিষয়ে জানতে চাইলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো: আমিনুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, 'এটি একটি জাতীয় উদ্যান। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ এখানে ঘুরতে আসেন। সবাই যাতে নির্বিঘ্নে, নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের এ অভিযান। এখানে যেসব অবৈধ স্থাপনা আছে আমরা উচ্ছেদ করে দিয়েছি।'

রাজধানীতে যে কয়টি বড় উদ্যান রয়েছে, তার একটি সোহরাওয়ার্দী। ঐতিহাসিক এ উদ্যানে প্রতিদিন বহু মানুষ সময় কাটাতে যায়, হাঁটতে যায়, খেলতে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে হওয়ায় শিক্ষার্থীরাও সেখানে যান। কিন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাবে উদ্যানটি পরিণত হয়েছে মাদকসেবীদের আড্ডাখানায়। উদ্যানে প্রকাশ্যেই মাদক কেনাবেচা হয়। শুধু মাদক সেবন ও ব্যবসা নয়, উদ্যানটিতে শত শত দোকান বসিয়ে চাঁদাবাজি করা হয়। প্রায়ই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। বিগত কয়েক বছরে সেখানে কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে প্রায়ই। এ ছাড়া এখানে ফেলে রাখা হয় ময়লা-আবর্জনা। উন্মুক্ত স্থানে করা হয় মল ও মূত্রত্যাগ। সব মিলিয়ে সেটি সাধারণ মানুষের যাওয়ার উপযোগী নয়। তারপরও রাজধানীতে খোলা জায়গার অভাবে সেখানে যায় মানুষ। নানা অনুষ্ঠানও হয়। রাজনৈতিক সমাবেশের একটি বড় জায়গা হয়ে উঠেছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।

এখনকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানটিতে এক সময় ঘোড়দৌড় হতো। নাম ছিল রেসকোর্স ময়দান। এখানেই ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। এর আগে স্বাধীনতার পর প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নামে উদ্যানটির নামকরণ করা হয় 'সোহরাওয়ার্দী উদ্যান'।

এ উদ্যানের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গণপূর্ত অধিদফতরের। তাদের তথ্য অনুযায়ী, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের আয়তন ৬৩ একর। উদ্যানটির ভেতরে স্বাধীনতা স্তম্ভ, শিখা চিরন্তন, স্বাধীনতা জাদুঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে। এর প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয় ১৯৯৮ সালে। এরপর আরও কাজ যুক্ত করা হয়েছে। পুরো কাজ এখনো শেষ হয়নি।

জনকণ্ঠ

জুলাই আন্দোলনে ঢাবিতে সহিংসতায় জড়িতদের ব্যাপারে তথ্য আহ্বান

জনকণ্ঠ ডেস্ক ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে ২০২৪ সালের ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সংঘটিত বেআইনি ও সহিংস ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসার জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে তদন্ত কমিটিতে তথ্য ও বক্তব্য প্রদানের আহ্বান জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার জুলাই আন্দোলনে ক্যাম্পাসে সংঘটিত বেআইনি ও সহিংস ঘটনার তদন্ত কমিটির সদস্য সচিব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়ে জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ২০২৪ সালের ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সংঘটিত বেআইনি ও সহিংস ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসার জন্য তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ১২৮ জন শিক্ষার্থীকে অভিযুক্ত করে রিপোর্ট প্রদান করেন এবং গত ১৭-০৩-২০২৫ তারিখ, সিন্ডিকেট সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে উক্ত শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়।

পরবর্তীতে ক্যাম্পাসে সংঘটিত বেআইনি ও সহিংস ঘটনার অধিকতর তদন্তের জন্য সিন্ডিকেট কর্তৃক ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এই তদন্ত কমিটি প্রথম সভায় ওই ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত আরও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে কারো জানা থাকলে ওই ঘটনার তথ্য প্রমাণাদিসহ তা ই-মেইল: inquiry@du.ac.bd, অথবা প্রক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর আগামী ১৫ জুন ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, তথ্য-প্রমাণ প্রদানকারীদের পরিচয় গোপন রাখা হবে।

কালের কণ্ঠ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে শাটল বাস। সম্প্রতি তোলা। ছবি : কালের কণ্ঠ

চালু হলো বৈদ্যুতিক শাটল বাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে বৈদ্যুতিক শাটল বাস সার্ভিস। 'গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশন'-এর উদ্যোগে চালু হওয়া শব্দ ও ধোঁয়াহীন চারটি শাটল বাস এখন প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত তিনটি নির্ধারিত রুটে চলাচল করছে। শিক্ষার্থীদের নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব যাতায়াতের জন্য এটি একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ হিসেবে এরই মধ্যে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

তিনটি রুটে চলা শাটল সার্ভিসের প্রথমটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হল থেকে কার্জন হল, ঢাকা মেডিক্যাল, ফুলার রোড, নীলক্ষেত মোড়, মুহসিন হল, সূর্যসেন হল, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ হয়ে শাহবাগ ঘুরে আবার ফজলুল হক হলে ফিরে আসে।

দ্বিতীয় রুটে গাড়িটি মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণ থেকে সূর্যসেন হল, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, শাহবাগ, টিএসসি, কার্জন হল, শহীদুল্লাহ হল, ঢাকা মেডিক্যাল, শেখ রাসেল টাওয়ার হয়ে আবার টিএসসি হয়ে মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণে ফিরে আসে।

তৃতীয় রুটটি শুরু হয় কুয়েত মৈত্রী হল এলাকা থেকে। সেখান থেকে গাড়িটি মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণ, ভিসি চত্বর, টিএসসি, কার্জন হল হয়ে পুনরায় কুয়েত মৈত্রী হল এলাকায় ফিরে আসে।

শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই এই বৈদ্যুতিক যানবাহন ব্যবহার করতে পারবেন। প্রতিটি রুটে সর্বোচ্চ ভাড়া ২০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ১০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতি ট্রিপে একজন স্বেচ্ছাসেবক ভাড়া সংগ্রহ করবেন, যিনি নিজেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার যানজট ও অতিরিক্ত ভাড়া আদায়কারী রিকশার দৌরাত্ম্য কমাতে শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরেই একটি স্বতন্ত্র পরিবহনব্যবস্থার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। সেই দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই এই পরীক্ষামূলক উদ্যোগ।

শিক্ষার্থীদের অনেকেই বলছেন, ক্যাম্পাসে ইলেকট্রিক শাটল বাস চালুর ফলে শুধু পরিবেশবান্ধব যানবাহনের ব্যবহারই বাড়ছে না, এটি যাতায়াতব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাও নিশ্চিত করছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী আলো আক্তার বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে যাতায়াতে আমাদের বাড়তি ভাড়া গুনতে হয়। এই ইলেকট্রিক শাটল যানবাহন পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি আমাদের জন্য সাশ্রয়ী ও নিরাপদ বিকল্প হয়ে উঠেছে।'

আরেক শিক্ষার্থী রাফিউজ্জামান লাবীব বলেন, 'গাড়িতে চড়ার সময় কোনো শব্দ নেই, ধোঁয়াও নেই। খুব নিরাপদ লাগে। ক্যাম্পাসে চলাচলে অতিরিক্ত খরচও কমে আসবে। শাটলের সংখ্যা আরো বাড়ানো হলে রিকশার ওপর নির্ভরতা কমবে এবং যানজটও কমবে।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খালিদ হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আমরা অত্যন্ত ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছি। চাহিদার ভিত্তিতে শিগগিরই গাড়ির সংখ্যা বাড়ানো হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পরিবেশবান্ধব এমন উদ্যোগ শুধু ঢাবির জন্য নয়, দেশের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্যও অনুসরণযোগ্য উদাহরণ হতে পারে। শিক্ষার্থীদের মধ্যেও এটি পরিবেশ সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ গড়ে তুলছে, যা দীর্ঘ মেয়াদে সমাজের জন্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

DU in Media

৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

17 May 2025

যুগান্তর

সাম্য হত্যায় উত্তাল ঢাবি

শাহবাগ থানা ঘেরাও আসামি গ্রেফতারে আলটিমেটাম

ঢাবি প্রতিনিধি

[illegible]

সাম্য হত্যায় জড়িতদের বিচার দাবিতে শুক্রবার [illegible] শাহবাগ থানা ঘেরাও — যুগান্তর

[illegible]

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

দেশ রুপান্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার আলম সাম্যর হত্যাকারীদের বিচার দাবিতে গতকাল শাহবাগ থানা ঘেরাও করেন শিক্ষার্থীরা ■ মহবার রহমান

শাহবাগ থানা ঘেরাও, ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম

ঢাবি প্রতিনিধি

সাম্য হত্যা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইআর) শিক্ষার্থী ও স্যার এএফ রহমান হল ছাত্রদলের সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক শাহরিয়ার আলম সাম্য হত্যার দোষীদের বিচার দাবিতে শাহবাগ থানার ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেছেন ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা থানার সামনে কিছুক্ষণ অবস্থান নেন এবং আসামিদের গ্রেপ্তারে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেন। এর মধ্যে খুনিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দৃশ্যমান কিছু না হলে থানা ফের ঘেরাওয়ের ঘোষণা দেন তারা।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে বিক্ষোভকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা শুরুতে আইইআর ভবনের সামনে জড়ো হন। সেখান থেকে মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে,

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭ ›

শাহবাগ থানা ঘেরাও

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শাহবাগ থানার সামনে অবস্থান নিয়ে সাম্য হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার চেয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন। এ সময় শাহবাগ থানার সামনে অতিরিক্ত পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয় এবং সাঁজোয়া যান প্রস্তুত রাখতে দেখা যায়। তবে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

এদিকে, শিক্ষার্থীদের অবস্থানের বেশ কিছুক্ষণ পর শাহবাগ থানার পক্ষ থেকে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এ সময় আইইআর-এর তিনজন শিক্ষক অধ্যাপক আব্দুস সালাম, অধ্যাপক সিরাজ, সহযোগী অধ্যাপক অসীম সাহা ও চারজন শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল তাদের দাবি নিয়ে আলোচনা করতে থানার ভেতরে প্রবেশ করেন। পরে শাহবাগ পুলিশের পক্ষ থেকে সুষ্ঠু বিচারের আশ্বাস দেওয়া হলে শিক্ষার্থীরা থানা ত্যাগ করেন।

আইইআর-এর ২৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ইব্রাহিম মুন্সী বলেন, এটি একটি নির্দলীয় কর্মসূচি। সাম্য ভাইয়ের মৃত্যুর পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এটিকে ভিন্ন খাতে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। তাদের মূল দাবি বিভিন্নজনের পদত্যাগ। কিন্তু আমাদের প্রধান এবং একমাত্র দাবি সাম্য হত্যার সঙ্গে জড়িত প্রধান আসামিসহ সবার গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক বিচার। হত্যার ৭২ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও প্রধান আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জড়িতদের গ্রেপ্তার করা না হলে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

সাম্যের সহপাঠী তৌফিক-উল ইসলাম বলেন, 'সাম্য হত্যার প্রধান আসামিকে এখনো গ্রেপ্তার করা হয়নি। সেই প্রচেষ্টাও দেখছি না। পুলিশ যাদের গ্রেপ্তার করেছে তারা জড়িত থাকলেও তারা প্রধান আসামি না। বাকি আসামিদের কেন ধরা হচ্ছে না আমাদের কাছে তার জবাবদিহি করতে হবে। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাদের গ্রেপ্তার না করলে 'এই অহিংস আন্দোলন অন্য রূপ নেবে।

উল্লেখ্য, গত ১৪ মে ২০২৫ রাতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এলাকায় দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে নিহত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার আলম সাম্য। পরে নিহত সাম্যর মেজ ভাই শরীফুল ইসলাম বাদী হয়ে ১০ থেকে ১২ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার তিনজন হলেন– মাদারীপুর সদরের এরশাদ হাওলাদারের ছেলে মো. তামিম হাওলাদার (৩০), কালাম সরদারের ছেলে পলাশ সরদার (৩০) ও ডাসার থানার যতীন্দ্রনাথ মল্লিকের ছেলে সম্রাট মল্লিক (২৮)। পরে তাদের আদালতের নির্দেশে কারাগারে পাঠানো হয়।

জনকণ্ঠ

ঢাবি শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার আলম সাম্য হত্যার বিচার দাবিতে শুক্রবার 'বাংলাদেশের সাধারণ ছাত্রসমাজ' রাজধানীর শাহবাগ থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ করে –জনকণ্ঠ

শাহবাগ থানা ঘেরাও ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইআর) শিক্ষার্থী ও স্যার এ এফ রহমান হল ছাত্রদলের সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক শাহরিয়ার আলম সাম্য হত্যার দোষীদের বিচার দাবিতে শাহবাগ থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেছেন ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা থানার সামনে কিছুক্ষণ অবস্থান নেন এবং আসামিদের

সাম্য হত্যার বিচার দাবি

গ্রেপ্তারে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেন। এর মধ্যে খুনিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দৃশ্যমান কিছু না হলে থানা ফের ঘেরাওয়ের ঘোষণা দেন তারা।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে বিক্ষোভকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা শুরুতে আইইআর ভবনের সামনে জড়ো হন। সেখান থেকে মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শাহবাগ থানার সামনে অবস্থান নিয়ে সাম্য হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার চেয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন। এ সময় শাহবাগ থানার সামনে অতিরিক্ত পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয় এবং সাঁজোয়া যান প্রস্তুত রাখতে দেখা যায়। তবে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

এদিকে, শিক্ষার্থীদের অবস্থানের বেশ কিছুক্ষণ পর শাহবাগ থানার পক্ষ থেকে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এ সময় আইইআর-এর তিনজন শিক্ষক অধ্যাপক আব্দুস সালাম, অধ্যাপক সিরাজ, সহযোগী অধ্যাপক অসীম সাহা ও চারজন শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদল তাদের দাবি নিয়ে আলোচনা করতে থানার ভেতরে প্রবেশ করেন। পরে শাহবাগ পুলিশের পক্ষ থেকে সুষ্ঠু বিচারের আশ্বাস দেওয়া হলে শিক্ষার্থীরা থানা ত্যাগ করেন।

আইইআর-এর ২৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ইব্রাহিম মুন্সি বলেন, এটি একটি নির্দলীয় কর্মসূচি। সাম্য ভাইয়ের মৃত্যুর পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এটিকে ভিন্ন খাতে

(২ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

শাহবাগ থানা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। তাদের মূল দাবি বিভিন্নজনের পদত্যাগ। কিন্তু আমাদের প্রধান এবং একমাত্র দাবি সাম্য হত্যার সঙ্গে জড়িত প্রধান আসামিসহ সকলের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক বিচার। হত্যার ৭২ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও প্রধান আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জড়িতদের গ্রেপ্তার করা না হলে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

সাম্যের সহপাঠী তৌফিক-উল ইসলাম বলেন, 'সাম্য হত্যার প্রধান আসামিকে এখনো গ্রেপ্তার করা হয়নি। সেই প্রচেষ্টাও দেখছি না। পুলিশ যাদের গ্রেপ্তার করেছে